অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mof.gov.bd

নম্বর-০৭.০০.০০০০.০৮২.২২.০০১.২২- ৫৩৭

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

বিষয়: প্রস্তাবিত "পাবলিক অডিট বিল, ২০২৪"-এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।

সূত্র: সিএজি কার্যালয়ের স্মারক নং: ৮২.০০.০০০০.০৪৬.২৩.০০১.২১.১৬২, তারিখ: ০৯/১২/২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিএজি) কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া "পাবলিক অডিট বিল, ২০২৪"-এর উপর তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজন। অডিট কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দাপ্তরিক ঠিকানায় অথবা ই-মেইলে (নিকস ফন্ট) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উক্ত সময়ের মধ্যে মতামত না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মতামত নেই বলে গণ্য করা হবে।

০২। বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তি: প্রস্তাবিত "পাবলিক অডিট বিল, ২০২৪"-এর খসড়া।

১১/১২/২০২৪
(ড. মোঃ মাহমুদুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০১৮১
ই-মেইল: mahmudh@finance.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)
২. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা

নম্বর-০৭.০০.০০০০.০৮২. ২২.০০১.২২- ৫৩৭

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৪

সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
২. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও সমন্বয়), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬. অফিস কপি

১১/১২/২০২৪
(ড. মোঃ মাহমুদুল হক)
উপসচিব

পাবলিক অডিট বিল, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পাবলিক অডিট বিষয়ে বিধৃত বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, দেশ ও বিশ্বব্যাপী অডিট কার্যক্রমের সমকালীন সংস্কারসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মিতব্যয়িতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন; এবং

যেহেতু অডিটের মাধ্যমে সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর মহা হিসাব নিরীক্ষক হিসেবে অভিহিত) পদ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু মহা হিসাব নিরীক্ষক এর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কিত বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রয়োজন; এবং

যেহেতু দেশ ও বিশ্বব্যাপী অডিট কার্যক্রমের সমকালীন সংস্কারসমূহ বিদ্যমান অডিট ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।** -(১) এই আইন পাবলিক অডিট আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** -(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অডিট রিপোর্ট" অর্থ মহা হিসাব নিরীক্ষক বা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল হইতে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন যাহা মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত এবং তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষরিত;

(খ) "নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান" অর্থ মহা হিসাব নিরীক্ষক-এর নিরীক্ষার আওতাধীন যে কোন প্রতিষ্ঠান;

(গ) "পাবলিক অডিট" অর্থ মহা হিসাব নিরীক্ষক বা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংবিধান বা এই আইনের বিধানাবলী বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত অন্য কোন আইনের বিধানাবলীর আওতায় সম্পাদিত যে কোন অডিট;

(ঘ) "মহা হিসাব নিরীক্ষক" অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭(১) এর অধীন নিয়োগকৃত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(ঙ) **"সরকারি কোম্পানি"** অর্থ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫(ণ) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহসহ যে কোন কোম্পানি, যাহা যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধিত যাহার মধ্যে সরকার অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ (স্থানীয় সরকারসহ) এবং সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন এর কমপক্ষে ৫০ শতাংশ শেয়ার বা স্বার্থ রহিয়াছে;

(চ) **"সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান"** অর্থ বাণিজ্যিক মূলনীতি অনুসরণ করিয়া পরিচালিত সরকারি দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান যাহা আর্থিক ফলাফল অর্জনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া থাকে;

(ছ) **"সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব"** অর্থ বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২(২৭) এ সংজ্ঞায়িত ব্যবস্থা;

(জ) **"সরকারি হিসাবসমূহ"** অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৪ ও ৮৬ তে সংজ্ঞায়িত সংযুক্ত তহবিল এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব;

(ঝ) **"স্থানীয় কর্তৃপক্ষ"** অর্থ The General Clauses Act, 1897 (১৮৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩(২৮) এ সংজ্ঞায়িত কর্তৃপক্ষ;

(ঞ) **"স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(১) এ উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(ট) **"সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন"** অর্থ কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠান যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য বাণিজ্যিক ধরণের যাহা রাষ্ট্রপতির আদেশ, বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন দলিল দ্বারা অর্পিত;

(ঠ) **"সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ"** অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য জনসেবা প্রদান যাহা রাষ্ট্রপতির আদেশ, বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন দলিল দ্বারা অর্পিত;

(ড) **"সংবিধান"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

(২) যে সকল শব্দ এবং অভিব্যক্তি এই আইনে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু উপধারা (১) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই আইনের ক্ষেত্রেও সমভাবে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।** -আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে:

তবে, The Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (১৯৭৪ সনের ২৪নং আইন) এর বিধানাবলীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আইনের কোনোকিছুই বিঘ্নের সৃষ্টি করিবে না।

৪। **অডিটের কর্তৃত্ব।** (১) মহা হিসাব নিরীক্ষক অডিট-এর ধরন, সময়, মাত্রা, প্রকৃতি এবং আওতা নির্ধারণসহ অডিট বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করিবার কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করিবেন;

(২) সংবিধান বা এই আইন বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত অন্য কোন আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা হিসাব নিরীক্ষক আন্তর্জাতিক সুচর্যা (Best Practice) অনুসরণপূর্বক যে কোন ধরনের অডিট সম্পাদন করিতে পারিবেন;

(৩) কোন আইন বা বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত আইন বা বিধিমালায় অর্থ বা অডিট সংক্রান্ত কোন ধারা বা বিধি অন্তর্ভূক্ত করিবার ক্ষেত্রে মহা হিসাব নিরীক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **ব্যয় ও পরিশোধ সংক্রান্ত অডিট।** -এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা হিসাব নিরীক্ষক-

(ক) সরকারি অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, বিধানাবলী প্রতিপালনপূর্বক যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা মিতব্যয়িতা ও দক্ষতার সহিত সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়পূর্বক হিসাবভুক্ত করা হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিতকল্পে সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয়িত সকল অর্থের অডিট করিতে পারিবেন;

(খ) সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বাণিজ্য ও লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং ব্যালেন্স শিটসহ তাহাদের নিকট রক্ষিত সকল হিসাব অডিট করিতে পারিবেন; এবং

(গ) প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব হইতে পরিশোধিত সকল অর্থের অডিট করিতে পারিবেন।

৬। **রাজস্ব ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত অডিট।** -(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব নিরীক্ষক সরকারি হিসাবসমূহে প্রাপ্য সকল রাজস্ব ও প্রাপ্তি নিম্নরূপভাবে অডিট করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) যে সকল রাজস্ব সংযুক্ত তহবিলে প্রাপ্য তাহা যথাযথ এবং সঠিকভাবে নির্ধারণ, জমা ও হিসাবভুক্ত হইয়াছে কিনা;

(খ) রাজস্ব নিরূপণ (Assessment) সম্পর্কিত আইন, বিধি ও পদ্ধতিসমূহ পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা;

(গ) সরকারের রাজস্বসমূহ, যথা:- কর এবং কর ব্যতীত রাজস্ব ইত্যাদি, তাহা যথাযথভাবে নিরূপণ ও আদায় নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের প্রাপ্তিসমূহ প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি অনুযায়ী যথাযথ এবং সঠিকভাবে জমা ও হিসাবভুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিবেন;

(২) উপধারা (১)-এ বর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইবার উদ্দেশ্যে তিনি বা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যেইরূপ রেকর্ড ও হিসাব অডিট করা উপযুক্ত মর্মে বিবেচনা করিবেন, তাহা পরীক্ষা করিবেন।

৭। **ভান্ডার এবং মজুত সংক্রান্ত অডিট।** -এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা হিসাব নিরীক্ষক সকল নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ভান্ডার (Store) এবং মজুত (Stock) অডিট করিতে পারিবেন।

৮। **সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত অডিট।** -এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব নিরীক্ষক সরকারের সম্পদ এবং দায় সম্বলিত সরকারি হিসাবসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিতি এবং নগদ স্থিতি অডিট করিতে পারিবেন।

৯। **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত অডিট।** -এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা হিসাব নিরীক্ষক বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সালের ১৮ নম্বর আইন) এর আওতায় অংশীদারিত্ব চুক্তি বা পিপিপি চুক্তি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য অর্জন সংক্রান্ত বিষয় অডিট করিতে পারিবেন।

১০। **বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রদত্ত সরকারি অর্থের বিষয়ে অডিট কার্যক্রম।** - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের ধারা ৪ এর অধীনে প্রণীত নির্দেশনা অনুযায়ী, মহা হিসাব নিরীক্ষক-

(১) কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কোন অর্থবছরে সংযুক্ত তহবিল হইতে কোনো ঋণ বা সাহায্য-মঞ্জুরী প্রদান করা হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ব্যয় ও প্রাপ্তি অডিট করিতে পারিবেন;

(২) এনজিও, ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট, চ্যারিটি, এবং সুশীল সমাজ সংগঠন বা অন্য কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাহার সহিত সরকারের সরাসরি কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা নাই সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত তহবিল হইতে কোন অর্থ, তহবিল, অনুদান কিংবা ভর্তুকি প্রদান করা হইলে, উক্ত অর্থ ব্যয়ের যথার্থতা সম্পর্কে অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও যাচাই করিতে পারিবেন;

(৩) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাহার সহিত সরকারের সরাসরি কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা নাই সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত তহবিল হইতে কোন অনুদান বা ঋণ প্রদান করা হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেই সকল শর্তসাপেক্ষে অনুদান বা ঋণ প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল শর্ত সন্তোষজনকভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিতে পারিবেন;

(৪) কোন বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি প্রদত্ত দলিলাদির উপর নির্ভর করিয়া সরকার কর্তৃক কোনরূপ অর্থ বা সম্পদ প্রদান করা হইলে তাহার সঠিকতা ও যথার্থতা নিরূপণ করিবার জন্য মহা হিসাব নিরীক্ষক প্রয়োজন মনে করিলে সে সকল সংস্থা বা ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করিতে পারিবেন; এবং

(৫) উপধারা (২) ও (৩) এর বিধানসমূহ বিদেশী রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদত্ত অনুরূপ কোন অনুদান বা ঋণসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১১। **মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতা অডিট।** -এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব নিরীক্ষক, সকল সরকারি দপ্তর বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন বা সরকারি কোম্পানী বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অনুরূপ সকল সংস্থার মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতা অডিট করিতে পারিবেন।

১২। গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা । - মহা হিসাব নিরীক্ষক বা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী তাহার জন্য প্রযোজ্য গোপনীয়তা ও দাপ্তরিক রেকর্ডসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া অডিট কার্যক্রম পরিচালনা বা অডিট প্রতিবেদনের জবাব নিষ্পত্তি করিবেন।

১৩। মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট। -(১) মহা হিসাব নিরীক্ষকের অডিট রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন;

(২) মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক এই আইনের আওতায় পরিচালিত অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও যাচাই কার্যক্রমের রিপোর্ট, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণপূর্বক রিপোর্টের উপর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন;

(৩) উপধারা (২) এর অধীন রিপোর্ট গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত রিপোর্টের উপর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মহা হিসাব নিরীক্ষক বা তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং রিপোর্টের উপর কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি উক্ত কর্তৃপক্ষের পরবর্তী অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে;

(৪) মহা হিসাব নিরীক্ষকের অডিট রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশের অব্যবহিত পরই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা যাইবে।

১৪। বিশেষজ্ঞ নিযুক্তি। -অডিট এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মহা হিসাব নিরীক্ষক বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং সরকার উক্তরূপে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞের পারিশ্রমিক বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিবে।

১৫। অডিট কার্যক্রমে সহায়তা। - (১) সংবিধান বা এই আইন বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত অডিট কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তথ্য প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অডিটের সুপারিশের আলোকে বিধি মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(২) উপধারা (১) এর ব্যত্যয় হইলে তাহা পেশাগত অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য আইন বা বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬। আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। (১) অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে বাজেট বরাদ্দ হইতে ব্যয় নির্বাহ করিবার ক্ষেত্রে মহা হিসাব নিরীক্ষক বা তাঁহার পক্ষে তাঁহার কার্যালয় এর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকিবে;

(২) মহা হিসাব নিরীক্ষক এর কার্যালয় সরকারের মন্ত্রণালয়/ডিভিশনকে প্রদত্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪০ নং আইন) এর ধারা ১৮(৩) অনুযায়ী উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিনিয়র) এ কার্যালয়ের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার হিসাবে বিবেচিত হইবেন;

(৩) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় নন-ক্যাডার কর্মচারীর কোন পদ শূন্য হইলে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের জন্য প্রণীত বিধি অনুযায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক সকল শূন্য পদ পূরণসহ সেইসব পদসংশ্লিষ্ট উচ্চতর গ্রেড প্রদান করিতে পারিবেন;

(৪) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সামগ্রিক মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা অপরিবর্তিত রাখিয়া মহাহিসাব নিরীক্ষক তাঁহার অধীন কার্যালয়সমূহ ও জনবল পুনর্গঠন করিতে পারিবেন। এই ক্ষমতার বলে তিনি দপ্তরসমূহ একীভূতকরণ, পৃথকীকরণ, বিলুপ্তকরণ অথবা পদ বিন্যাস ও নতুন নামকরণ করিতে পারিবেন।

১৭। **মামলা হইতে সুরক্ষা।** -সংবিধান বা এই আইন বা সংসদ কর্তৃক প্রণীত অন্য কোন আইনের অধীনে অডিটের কর্তৃত্ব প্রয়োগ, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন বা এতদ্‌উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের জন্য মহা হিসাব নিরীক্ষক বা তাঁহার পক্ষে অথবা তাঁহার নির্দেশনায় কর্মরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৮। **বিধি প্রণয়ন।** মহা হিসাব নিরীক্ষক, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৯। **জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিদেশি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সহিত যোগাযোগ, সমন্বয়, চুক্তি ও সহযোগিতা, ইত্যাদি।** -(১) মহা হিসাব নিরীক্ষক, অডিট কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক সুচর্যা (Best Practice) অনুসরণ, অডিট-মানের আধুনিকায়ন, দেশের অডিট ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোনো সমধর্মী জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিদেশি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন, উহাদের সহিত সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং ক্ষেত্রমত দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন এবং ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, মহা হিসাব নিরীক্ষক, প্রয়োজনবোধে, যেকোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন ও উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) মহা হিসাব নিরীক্ষক, আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসাবে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

২০। **মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ।** - এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজিতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২১। **হেফাজত।** -এই আইন প্রণীত হইবার পূর্বে-

(ক) মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক কৃত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, কর্ম-প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত এবং অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং বলবৎ থাকিবে;

(খ) অর্জিত দায়-দায়িত্ব, গৃহীত বাধ্যবাধকতা, সম্পাদিত সকল চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এইরূপে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে; এবং

(গ) দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে।